গ্যানো এক্সেল, নিউওয়ে, ডোরওয়ে, আলফালাহ গ্রামীণ স্টার... ধর্ম ও হারবাল চিকিৎসার নামে প্রতারণা

লিখেছেন **আহসান কবির** ও **খোন্দকার তানভীর জামিল**

মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করাই ধর্মের উদ্দেশ্য। এই ধর্মের নামেও একশ্রেণীর প্রতারক সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছে সেই আদিকাল থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত এক বছরে এ দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এমএলএম কোম্পানিগুলো তাদের প্রতারণামূলক ব্যবসাকে হালাল করতে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করছে। গঠন করা হয়েছে ইসলামী শরিয়া বোর্ড। একটি কোম্পানি তাদের হারবাল ওষুধকে কোরআনে বর্ণিত 'মান্না ও সালওয়া' খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করেছে, যা আল্লাহ বনী ইসরাইলের জন্য নাজিল করেছিলেন। আইটি শিক্ষার নামে প্রতারণা করে ও মালিকরা গ্রেপ্তার হবার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া বিজনাস যেমন বলতো বিল গেট্সও তাদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, গ্রামীণ স্টার নামের একটি প্রতিষ্ঠান যেভাবে ডক্টর মুহম্মদ ইউনূসের নাম ব্যবহার করে। তেমনি ডোরওয়ে নামের আরেকটি প্রতারণামূলক প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে এমএলএম পদ্ধতিতে স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (সঃ) দলগতভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে বহুমুখী কাজ করে গেছেন। শুধু তাই নয়, অনুমতির তোয়াক্কা না করে সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিদের নাম দিয়ে প্রতারণামূলক এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে আল-ফালাহসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠান।

আল-ফালাহ কমিউনিকেশন সার্ভিস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিয়া মোঃ আবু সালেহ। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবুল বাশার মিয়া ইতিপূর্বে ডোরওয়ে মার্কেটিং লিমিটেডের পরিচালক ছিলেন। উল্লেখ্য, ডোরওয়ে একটি এমএলএম কোম্পানি। আল-ফালাহর পরিচালক মোহাইমিনুর রহমান জোয়ার্দার জানিয়েছেন, তাদের কোম্পানি গঠিত হয়েছে আট মাস আগে।

আল-ফালাহ'র শরিয়া বোর্ডের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মা'সুম বিল্লাহ্। তিনি মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। চেয়ারম্যানসহ শরিয়া বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ.ন.ম আব্দুল মান্নান আল-ফালাহ শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান। এ প্রসঙ্গে জানতে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে ড. আব্দুল মান্নান অভিযোগ করেন, আমাকে কোম্পানির কার্যক্রম না জানিয়ে শরিয়া বোর্ডে নাম দেয়া হয়েছে। এমএলএম ব্যবসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানার পর তিনি আরো বলেন, যেহেতু কার্যকর ক্রেতা না থাকায় নিচের দিকের (Down line) অনেক ক্রেতা প্রতারণার সম্মুখীন হবেন, সেহেতু এমন ব্যবসার সঙ্গে আমি জড়িত থাকতে পারি না। এগুলো ইসলামের নামে ভন্ডামি।

আল-ফালাহ'র শরিয়া বোর্ডের সদস্য, টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলায় শুক্রবার প্রচারিত 'ইসলাম ও জীবন-জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদাতা এবং সেন্ট্রাল শরিয়া বোর্ডের সদস্য সচিব প্রিন্সিপাল মওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী টেলিফোনে আলাপকালে ২০০০কে জানিয়েছেন, আমি আল-ফালাহ্ কমিউনিকেশন সার্ভিস লিমিটেডের শরিয়া বোর্ডের সদস্য নই। আল-ফালাহ শরিয়া বোর্ডের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মওলানা খলিলুর রহমান বলেছেন, আমার নাম দেয়া হয়েছে জানি। কিন্তু আল-ফালাহ'র ব্যবসা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

আল-ফালাহ'র শরিয়া বোর্ডের সদস্যদের বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে পরিচালক নাসিম বলেছেন, খুব সম্ভব মওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী আরেকটি এমএলএম কোম্পানির শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, তাই এ কথা বলেছেন। আর এমএলএম ব্যবসা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকলে, অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান কেন আল-ফালাহ'র শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে গেলেন?

সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি ঐ ক্রেতাকে দীর্ঘমেয়াদি কমিশনভিত্তিক সেবা প্রদান পদ্ধতির নামে ডোরওয়ে মার্কেটিং লিঃ প্রতারণামূলক মার্কেটিং ব্যবসা শুরু করে ২০০২ সালের ২ ডিসেম্বর। আলফালাহার মতো এই কোম্পানিও ঘরোয়া ব্যবহার উপযোগী ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বিভিন্ন কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করে MLM ক্রেতা পরিবেশকদের সরবরাহ করে থাকে।

ডোরওয়ে কোম্পানির ব্রুশিয়ারের পাতায় পাতায় কোরআনের আয়াত এবং হাদিস তুলে ধরে এমএলএম ব্যবসাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে 'হালাল' বলে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে এমএলএমকে 'অর্থনৈতিক দাওয়াত' এবং এর ক্রেতাদের একাধারে ক্রেতা-পরিবেশক-মুজাহিদ-দেশপ্রেমিক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ডোরওয়ে কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি 'বিশ্বের সর্ব প্রথম উচ্চমানসম্পন্ন ইসলামী শরিয়া সুপারভাইজরি বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ব্রুশিয়ারে এই বোর্ডের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মা'সুম বিল্লাহর নাম আছে। তবে ডোরওয়ে প্রোডাক্ট ক্যাটালগে সম্মানিত উপদেষ্টা পদে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব উবাইদুল হকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর ড. মা'সুম বিল্লাহর নাম আছে শরিয়া বোর্ডের সদস্যদের তালিকায়। ডোরওয়ের ব্রুশিয়ার ও ক্যাটালগ উভয়টিতে শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান মওলানা কামালউদ্দিন জাফরী এবং সদস্য সচিব মওলানা আবুল কালাম আজাদসহ সদস্য সংখ্যা ৬ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ডোরওয়ে শরিয়া বোর্ডে যাদের নাম ব্যবহার করেছে তাদের অধিকাংশই ডোরওয়ের সঙ্গে জড়িত নন। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের অজান্তে তাদের নাম ব্যবহার করে স্রেফ প্রতারণামূলক ব্যবসা করছে ডোরওয়ে।

ডোরওয়ে মার্কেটিং লিমিটেডের ব্রুশিয়ারে MLM-কে হালাল ব্যবসা বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু ডোরওয়ে ঘোষিত শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান মওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী ২০০০কে জানিয়েছেন, এমএলএম ব্যবসা সম্পর্কে আমাদের তরফ থেকে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি।'

তিনি এ বিষয়ে সেন্ট্রাল শরিয়া বোর্ড বরাবর প্রশ্নসহ চিঠি পাঠাতে বলেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, ডোরওয়ের ব্রুশিয়ারে বলা হয়েছে, 'হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ আসবে ব্যবসা থেকে। তিনিও MLM রীতিতে অর্থাৎ দলগতভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ, দেশ, ধর্ম তথা জগতের কল্যাণমুখী বহু কাজ করে গেছেন। তাইতো আপনিও করবেন।' হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে ত্যাগ-তিতিক্ষার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তাকে প্রতারণামূলক এমএলএম ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করা ধৃষ্টতারই শামিল।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৭ সালে জিজিএন (গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক) নামের একটি কোম্পানি প্রতারণামূলক এমএলএম ব্যবসা চালু করে। এর প্রধান নির্বাহী ছিল শ্রীলংকার নাগরিক নবরত্নম নারায়ণ থাস। বাংলাদেশীদের মধ্যে রফিকুল আমিন (বর্তমানে ডেসটিনি-২০০০-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক), মোহাম্মদ হোসেন জিজিএনের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। ১৯৯৯ সালে জিজিএনের ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। কিন্তু এ সময় কয়েকটি পত্রিকায় জিজিএন সম্পর্কে অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশের পর দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটি এমএলএম পদ্ধতির নামে প্রতারণামূলক ব্যবসা চালাচ্ছে এবং প্রায় ২২ কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচার করেছে। এর পরপরই নারায়ণ থাস, রফিকুল আমিন ও মোঃ হোসেনের পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। বন্ধ হয়ে যায় জিজিএন।

এদিকে বাংলাদেশে অবস্থানকারী নারায়ণ থাস বছরখানেক পরে নিউওয়ে নামে আরেকটি প্রতারণামূলক এমএলএম কোম্পানি চালু করেন। এর অফিস বনানীর কামাল আতাতুর্ক সড়কে (পূর্বের জিজিএন অফিস) নিউওয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, নারায়ণথাসের পুত্র ও কন্যার নামের প্রথম অক্ষর যথাক্রমে N এবং E-এর সঙ্গে way শব্দটি যুক্ত করে এমএলএম কোম্পানির নাম রাখা হয়েছে নিউওয়ে। গত বছর এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর স্ত্রীর মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তায় নারায়ণথাস তার পাসপোর্ট ফিরে পান এবং বর্তমানে কানাডায় আছেন। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় সাবেক জিজিএন প্রতারণামূলক

ওষুধের দাম বেশি থাকায় সদস্যরা তাদের কমিশন বাড়াতে সরাসরি নতুন সদস্য রিক্রুট করতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। আর নতুন সদস্য ৮৫০ টাকা দিয়ে ঢোকা মাত্রই (অসুখ না থাকলেও) তাকে গছিয়ে দেয়া হয় ব্যাঙের ছাতা থেকে তৈরি করা ৬০টি বটিকা বা ক্যাপসুল। অর্থাৎ কোম্পানির ওষুধও বিক্রি হয় এবং সদস্যদের কমিশনও বৃদ্ধি পায়

এমএলএম ব্যবসা নিউওয়ে নামে নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা ও মাগুরায় নিউওয়ের এই প্রতারণামূলক ব্যবসা সম্পর্কে একাধিক রিপোর্ট ছাপা হয়েছে বিভিন্ন দৈনিকে।

বর্তমানে দেশে এমএলএম পদ্ধতিতে গ্যানেক্স, ডিএক্সএন, এমএক্সএনসহ আরো কয়েকটি কোম্পানি 'মাশরুম' (ব্যাঙের ছাতা) থেকে তৈরি করা বিভিন্ন রকমের হারবাল ওষুধ বিক্রি করছে। তবে সবচেয়ে রমরমা ব্যবসা করছে গ্যানেক্স বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড। এটি মূলত মালয়েশিয়ার গ্যানো এক্সেল এন্টারপ্রাইজ এসডিএন, বিএইচডি কোম্পানির শাখা অফিস। বাংলাদেশে এই কোম্পাানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ লিউ সুন কিয়াক এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার ম্যাডাম রোহানি মালয়েশিয়ার নাগরিক। গ্যানেক্স বাংলাদেশের কয়েকজন সদস্য বলেছেন, এই কোম্পানিতে কোনো বাংলাদেশী পরিচালক নেই। যদিও আশরাফ আলী আকন নামে বাংলাদেশী একজন পরিচালকের ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেছে।

গ্যানেক্স বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্যানেক্স' পুস্তিকায় বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ার GANO EXCEL কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে লাল মাশরুম (Gonoderma Lucidum) থেকে বিশেষ ধরনের ফুড সাপ্লিমেন্ট তথা হারবাল ওষুধ আবিষ্কার করে। যেগুলো Excellium এবং Gonoderma নামে ক্যাপসুল আকারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করেছে। দুই লক্ষ রোগীর ওপর পরীক্ষা করে সফলতার পরই এই ওষুধের বিপণন কার্যক্রম শুরু হয়। ... জাপান গবর্নমেন্টের মেডিক্যাল টিম নিম্নে উল্লিখিত রোগসমূহের চিকিৎসায় গ্যানোডারমা প্রয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন।

এরপর তালিকায় এইডস ছাড়া আর বাকি সব রোগের নামই উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বরোগ হরবটিকা আর কি! অবশ্য মালয়েশিয়ায় গ্যানো এক্সেল কেন একই ধরনের ব্যবসা করছে না- এ প্রশ্নের উত্তর গ্যানো এক্সেল কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে ফায়দা তুলতে 'গ্যানেক্স' পুস্তিকার শুরুতেই একটি চমক দেয়া হয়েছে। কোরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা 'মান্না'র অংশ। 'মান্না-সালওয়া' এক ধরনের খাদ্যদ্রব্য। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদের (বনী ইসরাইল) ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম এবং তোমাদের (বনী ইসরাইল) জন্য সরবরাহ করলাম মান্না ও সালওয়া খাদ্য, সুরা বাকারা, আয়াত-৫৭। এই আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুসারী বনী ইসরাইলদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাফসিরকারকদের মতে, মান্না-সালওয়া ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক ধরনের খাদ্য।' যা কোনো কায়িক পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যেতো। বনী ইসরাঈলরা তাদের বাস্তুহারা জীবনে সুদীর্ঘ ৪০ বছর এই খাদ্য লাভ করে। মান্না ছিল ধনিয়ার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির খাদ্য যা কুয়াশার মতো মাটিতে পড়তো। এরপর জমে যেতো।' গ্যানেক্সের একজন সদস্য ২০০০কে বলেছেন, সহীহ মুসলিম শরীফের ১১১ নং হাদিসেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সহীহ মুসলিম শরিফের যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ১১১ নং হাদিসে মান্না-সালওয়া' কিংবা মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি।

অমুক হুজুরের তদবিরে সন্তান লাভ, বিদেশ গমন, এ জাতীয় চটকদার বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই ছাপা হয়। কিন্তু সরেজমিনে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিজ্ঞাপনে উপকৃত ব্যক্তির যে নাম-ঠিকানা দেয়া হয়েছে তা আসলেই ভুয়া। গ্যানেক্স, মাশরুম থেকে তৈরি করা হারবাল ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য একই স্টাইলে 'প্রোডাক্ট টেস্টিমনি' নামে একটি বই প্রকাশ করছে। এতে দেশী-বিদেশী কিছু রোগীর নাম ও ঠিকানাসহ তাদের বক্তব্য ছাপা আছে, যার মূল কথা হচ্ছে, গ্যানেক্সের ফুড সাপ্লিমেন্ট তথা হারবাল ওষুধ খেয়ে তারা আরোগ্য লাভ করেছেন। এর মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশী এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করে মাত্র ১ জনকে পাওয়া গেছে।

গত ১০ বছর ধরে খান চৌধুরী আব্দুস

খুলনায়ও বিজনাসের প্রতারণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফাঁদ

খুলনায়ও বিজনাস ডট কম নামে একটি প্রতারণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। এখানে শিক্ষার্থী টানার জন্যে চমৎকার সব গালভরা কথাবার্তা বলা হচ্ছে। অফার করা হয়েছে, মাত্র আটত্রিশ শ' টাকার কম্পিউটারের ৯টি ব্যবহারিক কোর্স শেখা যাবে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থী হয়ে নাম তালিকাভুক্ত করলেই প্রত্যেকের সামনে খুলে যাবে ডলার আয়ের অপূর্ব সুযোগ। অল্প সময়েই বিপুল অঙ্কের টাকা আয় করতে পারবেন। সেই পরিমাণটাও নেহাত খারাপ না। চাই কি লক্ষাধিক টাকাও হতে পারে। টাকা-ডলার আয়ের এই সুযোগ কাজে লাগাতে পঙ্গপালের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তরুণ-যুবা-বয়স্কদের দল। প্রতিষ্ঠানটি সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রায় আগস্ট মাসজুড়ে প্রচারমূলক কাজ চালায়। চলে আয়োজন প্রস্তুতের কাজ। পাঁচশ' তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থী নিয়ে সেন্টারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর লক্ষ্য ছিল। বলাই বাহুল্য, তাদের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় পূরণ হয়েছে। তবে কেন্দ্রের কার্যক্রম এখনো শুরু করতে পারেনি। নগরীর শিববাড়ী মোড়ের জীবন বীমা ভবনের তিনতলায় চলছে হরদম ডেকোরেশনের কাজ। অচিরেই এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। এর মধ্য দিয়ে তারা পরের পকেটের ১৯ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিজেদের ব্যবসার নামে প্রতারণা কেন্দ্রটি খুলে বসার সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে।

কেন্দ্রটির সঙ্গে যুক্তরা বলছেন, এটি দুবাইভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। রাজধানী ঢাকার বিজনাস ডট কমের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। খুলনার শাখাটি সরাসরি দুবাই হতে পরিচালিত হবে। কেন্দ্রটির প্রধান কাজ কম্পিউটারের ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া। যার কল্যাণে (!) কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। দেশে কম্পিউটার তথা তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে। অতি কম অর্থে কম্পিউটারের জ্ঞান বিতরণের জন্য তারা মাত্র তিন হাজার আটশ টাকা নেবে। এক বছর সময়সীমায় তারা কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ৯টি কোর্স শিখতে পারবে। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হিসেবে নাম তালিকাভুক্ত হলে তিনি পাবেন ৯টি কোর্সের একটি সিডি। সেই সিডি ব্যবহার করে ঘরে বসে কোর্স শেষ করা যাবে। অথবা আপনার সুবিধামত সময় কেন্দ্রে গিয়ে ক্লাস করতে পারবেন। সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী পাবেন আমেরিকান ধনকুবের কম্পিউটার সফটওয়ার উদ্ভাবক ব্যবসায়ী বিল গেটসের স্বাক্ষর করা সার্টিফিকেট। বাড়তি

শহিদ ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। ৭ মাস গ্যানেক্সের পণ্য সেবন করে এখন তিনি সুস্থ। তার বাসার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হয়। অপর প্রান্ত থেকে এক মহিলা ফোন রিসিভ করে, 'এখানে এই নামে কেউ থাকেন না' বলেই লাইন কেটে দেন।

এদিকে গত ৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোঃ ইব্রাহিমের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী ও সেবা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে ডায়াবেটিক সমিতি মিলনায়তনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান হয়। ডায়াবেটিস ও তা থেকে সৃষ্ট নানাবিধ জটিল সব রোগের চিকিৎসায় সঠিক নির্দেশনা দিতে সংশ্লিষ্ট রোগীদের মুখোমুখি হয়েছিলেন বারডেম হাসপাতালের চিকিৎসক ও গবেষকগণ। রোগীদের প্রশ্নের উত্তরে ডায়াবেটিস চিকিৎসায় হারবাল মেডিসিন ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ। রোগীদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে তারা বলেছেন, ভারত, বার্মা, বাংলাদেশসহ বেশ কিছু দেশে এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। এতে দেখা যায়, এ ধরনের চিকিৎসা শরীরের সুগারের মাত্রা কিছুটা কমায় বটে, কিন্তু তা ব্যবহারের সঠিক মাত্রা এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তাই ডায়াবেটিস চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক হারবাল মেডিসিনের ওপর নির্ভর করার সময় এখনো আসেনি এবং এই মুহূর্তে তা ব্যবহার করা যাবে না। (ভোরের কাগজ পৃঃ ৩, ০৮-০৯-০৪)

গ্যানো এক্সেল তাদের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছে সিস্টার রোজিনা (২৭) ২০০৩ সালের জুন মাসে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। এরপর তিনি বন্ধু সিস্টার সূচনার মাধ্যমে গ্যানেক্সে আসেন এবং এখানকার পণ্য ৬ মাস নিয়মিত ব্যবহার করে সুস্থ হয়ে বর্তমানে টাঙ্গাইলের কুমুদিনী হাসপাতালে কর্মরত আছেন। উল্লেখ্য, গ্যানেক্স বাংলাদেশে হারবাল ওষুধ বিক্রি শুরু করেছে ২০০৩ সালের জুলাই মাসে। সিস্টার রোজিনার ফোন নম্বরের পাশেই লেখা আছ-অনুরোধে সূচনা। যোগাযোগ করা হলে ফোনে সিস্টার সূচনা বলেন, সিস্টার রোজিনা আমার রোগী। তিনি সুস্থ হয়ে টাঙ্গাইলে আছেন। মাত্র ২৭ দিন (১১-১২-০৩ থেকে ০৭-০১-০৪) গ্যানেক্সের ফুড সাপ্লিমেন্ট সেবন করে রূপচান আলীর গ্যাংরিন (পায়ের পচন রোগ) ভালো হয়ে গেছে বলে দাবি করা হয়েছে এই টেস্টিমনিতে। তার ফোন নম্বর দুটির একটির পাশে অনুরোধে নাজিম এবং আরেকটিতে অনুরোধে চুন্নু লেখা আছে। ফোনে যোগাযোগ করা হলে নাজিম বলেন, রূপচান তার রোগী। সে সুস্থ হয়ে বর্তমানে শেরপুরে আছে। যদিও রূপচান আলীর বর্তমান ঠিকানা দেয়া হয়েছে গ্রাম : নুরেরচালা, পোস্ট : বাটারা, থানা : গুলশান, ঢাকা-১২১৯। উল্লেখ্য, সালাউদ্দিন আহমেদ নাজিম গ্যানো এক্সেলের একজন সদস্য (নং BA010959)। মজার ব্যাপার হলো সিস্টার সূচনা ও নাজিম কেউই ডাক্তার নন। তাহলে সিস্টার রোজিনা ও রূপচান আলী তাদের রোগী হলেন কিভাবে? এর সদুত্তর তারা দিতে পারেননি। ১৩ বছর ধরে অ্যাজমা রোগে ভুক্তভোগী মোঃ মোশাররফ হোসেন গ্যানোডার্মা, এক্সিলিয়াম নিয়মিত ৬ মাস খাওয়ার পরে বর্তমানে ইনহেলার ছাড়াই সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করছেন। তিনি টেলিফোনে জানান, 'আমি বর্তমানে গ্যানেক্সের একজন সক্রিয় সদস্য (নং BA 002105) এবং গ্যানেক্স অফিসে যেকোনো সময় এলেই আমাকে পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, গ্যানেক্স অফিসে হোমিওপ্যাথির ডাক্তাররা রোগী দেখে প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন।' নারায়ণগঞ্জের লক্ষ্মীরানী দাসের কোনো ফোন নম্বর দেয়া হয়নি। মাত্র ২ মাস গ্যানেক্স কোম্পানির পণ্য খেয়ে তার জরায়ুর টিউমার ভালো হয়ে গেছে বলে টেস্টিমনিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্যানেক্সের এসব সাফল্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে একজন চিকিৎসক বলেন, এসব সত্য হলে তো চিকিৎসা বিজ্ঞান ১০০ বছর এগিয়ে যাওয়ার কথা এবং এ কারণে কমপক্ষে গোটা পাঁচেক নোবেল প্রাইজ (চিকিৎসা বিজ্ঞানে) পাওয়ার কথা গ্যানেক্স কোম্পানির। তো তারা কয়টি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?

গ্যানেক্স, ডিএক্সএন, এমএক্সএন-এর এমএলএম পদ্ধতি একটু অন্য রকম। গ্যানেক্সে ৮৫০ টাকা দিয়ে সদস্য হতে হয়। ঐ সদস্যের কোনো রোগ থাকুক বা না থাকুক তাকে দেয়া হয় গ্যানোডার্মা ক্যাপসুল (৩০টি), এক্সিলিয়াম ক্যাপসুল (৩০টি) একটি ব্যাগ ও

হিসেবে পাবেন কেন্দ্রে বসে বিনা পয়সায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ। এক বছরে কোর্স শেষ করতে না পারলে কোনো সমস্যা নেই। বছর শেষে যেকোনো শিক্ষার্থী আবারও সমপরিমাণ টাকা (৩,৮০০) দিয়ে নতুনভাবে কেন্দ্রে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

এতো গেল শিক্ষার্থী হিসেবে যে কেউ কি শিখতে পারবেন বা কি সুবিধা পাবেন সেই দিক। এর বিপরীতে রয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা (ডলার) আয়ের হাতছানি। যে কেউ শিক্ষার্থী হয়ে নাম তালিকাভুক্ত করে নতুন শিক্ষার্থী জোগাড় করতে থাকবেন। একজনের চেষ্টায় যত বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে নাম লেখাবে তিনি তত কমিশন পাবেন। কোনো একজনের নামে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ জন হলে একটি 'স্টেপ' পূরণ হবে। এতে তিনি পাবেন ত্রিশ ডলার। এভাবেই স্টেপ পূরণ সাপেক্ষে ডলার জমা হতে থাকবে। হিসাবটি হবে গুণিতক হারে। নিয়মটি হচ্ছে এক, দুই, চার, আট, ষোল, বত্রিশ চৌষট্টি এভাবে। অবশ্য কোনো একজন শিক্ষার্থী শুধু নতুন শিক্ষার্থী জোগাড় করবেন না, প্রতিটি শিক্ষার্থীই নতুন শিক্ষার্থী জোগাড় এবং ভর্তি করাবেন। কারণ নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হলেই ভর্তি হওয়ার এই চাকা সচল থাকবে। পাশাপাশি কমিশনের ডলার পাওয়া যাবে। প্রক্রিয়াটি এমন যতজন শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত হচ্ছেন ততজনই নতুন শিক্ষার্থী জোগাড় করতে ব্যস্ত হবেন। যিনি শিক্ষার্থী জোগাড় করবেন না সেই শূন্যস্থানে অন্য একজন সরাসরি শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সরাসরি যিনি ভর্তি করাবেন তিনি বোনাস হিসেবে এক ডলার পাবেন।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার নামে এটি শিক্ষার্থী জোগাড়ের একটি ব্যবসা। কমিশনের লোভ ধরিয়ে শুধু শিক্ষার্থী জোগাড় করা হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী ডলার আয়ের নেশায় নতুন নতুন শিক্ষার্থী জোগাড় করতে থাকবেন। আর এতেই শিক্ষার নামে প্রতারণামূলক এই ব্যবসাটি হরদম চলতে থাকবে। আর যিনি শিক্ষার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত হচ্ছেন, তার চোখের সামনে ঝুলছে শত শত ডলার আয়ের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের পেছনেই ছুটছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কিশোর-তরুণ-যুবা-বৃদ্ধা। ছাত্র জোগাড়ের এই পদ্ধতিটি একটি ব্যবসা পদ্ধতির ভিন্নরূপ। একে বলা হয় MLM বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা নেটওয়ার্কিং ব্যবসা। সাধারণত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে। যতদূর জানা যায়, ২২টি প্রতারণামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এ ধরনের পণ্য বিক্রির মাধ্যমে জমজমাট প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর হিসাবটি হলো একজন পণ্য কিনবে, পাশাপাশি সে আরো দু'জন ক্রেতা ঠিক করবে। নতুন দু'জন আরো দু'জন করে মোট চারজন ক্রেতা ঠিক করবে। এভাবে যত ক্রেতা বাড়তে থাকবে, আপনার কমিশনের অঙ্ক তত ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকবে। খুলনার বিজনাস ডট কমের আয়োজকরা ঠিক একই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নেটওয়ার্কিং ব্যবসায় পণ্য বিকোতে হবে, তাতে কমিশন জুটবে, আর এখানে শিক্ষার্থী জোগাড় করতে পারলে কমিশন জুটবে। পণ্য বিক্রি নয়, শিক্ষার্থী জোগাড় করার কাজটি অনেক ভদ্রস্থ। আর কম্পিউটার হচ্ছে সকল স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার- এই প্রচারণা চালিয়ে উৎসাহী-ইচ্ছুকদের কম টাকায় প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বলে প্রতারণার জাল বিস্তৃত করা হচ্ছে।

ম্যানুয়াল বুক। গ্যানেক্সের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই কোম্পানির সদস্য সংখ্যা ৩৫ হাজার। তবে তারা স্বীকার করেছেন, এর মধ্যে মাত্র ২০ ভাগ রোগী। বাকিরা স্রেফ টাকা রোজগার করতেই এখানে সদস্য হয়েছেন। গ্যানেক্সের সদস্যরা যে যত বেশি লোক রিক্রুট করবেন, তার ততো বেশি লাভ। আর এখানে পদোন্নতির ক্ষেত্রে 'ডাইরেক্ট সেলকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া ওষুধের দাম বেশি থাকায় সদস্যরা তাদের কমিশন বাড়াতে সরাসরি নতুন সদস্য রিক্রুট করতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। আর নতুন সদস্য ৮৫০ টাকা দিয়ে ঢোকা মাত্রই (অসুখ না থাকলেও) তাকে গছিয়ে দেয়া হয় ব্যাঙের ছাতা থেকে তৈরি করা ৬০টি বটিকা বা ক্যাপসুল। অর্থাৎ কোম্পানির ওষুধও বিক্রি হয় এবং সদস্যদের কমিশনও বৃদ্ধি পায়।

আইটি শিক্ষার আড়ালে প্রতারণামূলক এমএলএম পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের ধনী হওয়ার লোভনীয় টোপ দেখিয়ে ৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং হুন্ডির মাধ্যমে এই টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে এ পর্যন্ত বিজনাস ডট কমের পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গ্রিনরোড পান্থপথ মোড়ে ৬৯/১ চন্দ্রশীলা সুবাস্তু টাওয়ারে বিজনাস ডট কমের অফিস। এর পাশের মনোয়ারা প্লাজায় গ্রামীণ স্টার এডুকেশন। বিজনাসের অনুকরণে এই কোম্পানিটিও প্রতারণামূলক এমএলএম ব্যবসা শুরু করেছে তিন মাস আগে। প্রতিষ্ঠানটির নামে 'গ্রামীণ' শব্দটি ব্যবহার করায়, অনেকেরই ধারণা গ্রামীণ স্টার এডুকেশন ড. মোহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের একটি প্রকল্প, যা আদৌ ঠিক নয়। এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. মমিন চৌধুরী। অভিযোগ আছে, এদের মোটিভেশন সেমিনারের স্লাইডশোতে ড. ইউনূসকে দেখিয়ে বলা হয়ে থাকে, তিনি এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। এখান থেকে এমএলএম পদ্ধতিতে যারা কমিশন পেয়ে থাকে, সেই সব চেকে অবশ্য গ্রামীণ স্টারের কোনো উল্লেখ নেই। চেকে লেখা থাকে ইউএস সফটওয়্যার লিঃ।

গ্রামীণ স্টার এডুকেশনের একটি লিফলেট অনুযায়ী সেন্টারের পুরান ঢাকা, রামপুরা ও উত্তরাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেকোনো কোর্স করার পাশাপাশি MNM (মাল্টিলেভেল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং) Career গড়ার সুযোগ আছে। এদের কোর্সগুলো হচ্ছে, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল, IELTS/ English Spoken ও মোবাইল সার্ভিসিং টেকনোলজি। এই প্রতিষ্ঠানের দাবি' MNM Career আপনাকে দিচ্ছে 'লার্নিং এবং আর্নিং'-এর সুবর্ণ সুযোগ। মাত্র ৫০০০ টাকায় যেকোনো একটি কোর্স শিখে লার্নিং এবং আর্নিং সিস্টেমে মাসে সর্বোচ্চ ৪৪ হাজার টাকা আয় করা যায়। The Advance System of Networking Marketing নামে প্রচলিত এদের MLM পদ্ধতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই। একজনের মাধ্যমে দু'জন আসবে, দু'জনের মাধ্যমে চারজন এবং কমিশন যথাক্রমে ১০০০, ১৪০০...। মানে নতুন বোতলে পুরান মদ!

এদিকে সম্প্রতি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'মুফতী বোর্ড ঢাকা, শরিয়তের আলোকে এমএলএম (MLM) ব্যবসা পদ্ধতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর বিশেষজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম ঢাকায় কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়ে ব্যাপক যাচাই-বাছাই, আলোচনা-সমালোচনার পর মাল্টিলেভেল-নেটওয়ার্ক মার্কেটিং (MLM) পদ্ধতির ব্যবসাকে 'নাজায়েজ' ও 'হারাম' বলে সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত (ফাত্ওয়া) প্রদান করেন। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকার পরিচালিত 'কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশও একই সিদ্ধান্ত (ফাত্ওয়া) দিয়েছে (ফাত্ওয়াঃ শরিয়তের আলোকে MLM কোম্পানি, পৃষ্ঠা-৮, ছাত্র সমাচার- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা ২০০৪ ইসলামী শাসনেতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত)।

সেফওয়ে